সংবাদ

তারিখ ... 12 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৮......

শিক্ষক ও ভবন সংকটে দশমিনায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

প্রতিনিধি, দশমিনা (পটুয়াখালী)

দশমিনা উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট ও ভবনগুলো জরাজীর্ণ হওয়াসহ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে। একদিকে শিক্ষক সংকট এবং অন্যদিকে স্কুলের ভবনগুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে যাচ্ছে।

জানা যায়, চলতি বছর এর উপজেলার বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষকরা অবসরে চলে যাওয়ায় পদগুলো শূন্য হয়ে পড়ে। নতুন করে শূন্য পদে কর্তৃপক্ষ পোস্টিং না দেয়ায় কোমলমতি শিশুদের পাঠদানে দারুণ ব্যাঘাত ঘটছে।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষকরা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে সংকটের বিষয় অবহিত করলেও কোন প্রতিকার পাচ্ছে না। উপজেলার বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২-৩ জন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। সরেজমিন কয়েকটি স্কুলে গিয়ে দেখা যায়, জরাজীর্ণ ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। শিক্ষক সংকটের কারণে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠুভাবে পড়ালেখার পাশাপাশি সামলানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে অফিসিয়াল কাজের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসে যেতে হয় বিধায় অনেক সময় সহকারী শিক্ষকদের পাঠদান দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

অন্যদিকে উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের প্রত্যন্ত এলাকার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুল ভবন জরাজীর্ণ এবং ব্যবহারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ভবনগুলোর দরজা-জানালা, টিনশেডসহ অন্যান্য স্থাপনা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

বিগত সময়ে সিডর ও আইলা এবং উপর্যুপরি ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পুনঃমেরামত করা হয়নি। ফলে শিক্ষকরা বাধ্য হয়েই জরাজীর্ণ ভবনে পাঠদান করছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরকে অবহিত করা হলেও কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে না।